যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৯১

১/ বিবিধ

আরবী

لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين

موضوع

ورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (1/171 ـ 172) من رواية الخطيب (4/11) بسنده عن وثيمة بن موسى بن الفرات: حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن سمعان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعا

وقال ابن الجوزي

" لا يصح، ابن سمعان كذبه مالك ويحيى، ووثيمة؛ قال ابن أبي حاتم: حدث عن سلمة بموضوعات

قال السيوطي في " اللآلي " (1/124)

" كذا قال في " الميزان ": إن هذا الحديث موضوع. أورده في ترجمة عبد الله بن زياد بن سمعان، ثم في ترجمة وثيمة، واتهم به في " اللسان " ابن سمعان خاصة وقد أخرجه البيهقي في " الشعب " من هذا الطريق إلا أنه قال: " عن رجل ذكره عن ابن شهاب " لم يسم ابن سمعان وقال: هذا منكر، ولعل البلاء وقع من الرجل الذي لم يسم انتهى

ووجدت له طريقا آخر

قال الطبراني (يعني في " المعجم الكبير " 3/193/1) : حدثنا أبو عقيل أنس بن سلمة الخولاني: حدثنا محمد بن رجاء السختياني..

قلت: وساق سنده إلى ابن عمر مرفوعا به، وسكت عليه، وليس بجيد، فإن أبا عقيل هذا لم يذكروه، ومحمد بن رجاء متهم، قال الذهبي
" روى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد خبرا باطلا في فضل معاوية اتهم بوضعه وأقره الحافظ في " اللسان " فهو علة هذا الطريق، فلا ينبغي أن يستشهد به ولا يخرج به الحديث عن الوضع الذي وصفه به ابن الجوزي ثم الذهبي والعسقلاني

বাংলা

১৩৯১। প্রত্যেক বস্তুর খণি আছে আর তাকওয়ার খণি হচ্ছে আরেফীনদের (জ্ঞানীজনদের) হৃদয়সমূহ।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী “আলমওযূয়াত” গ্রন্থে (১/১৭১-১৭২) আলখাতীবের বর্ণনায় (৪/১১) তার সনদে অসীমাহ ইবনু মূসা ইবনিল ফুরাত হতে, তিনি সালামাহ ইবনুল ফাযল হতে, তিনি ইবনু সামায়ান হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি সালেম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেনঃ হাদীসটি সহীহ নয়। ইবনু সামায়ানকে মালেক ও ইয়াহইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর অসীমাহ সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম বলেনঃ তিনি সালামাহ হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

সুয়ূতী “আললাআলী” গ্রন্থে (১/১২৪) বলেনঃ হাফিয যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেনঃ এ হাদীসটি বানোয়াট। তিনি হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ ইবনে সাম’য়ানের জীবনীতে এবং অসীমার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজারের “আল-লিসান” গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবনু সামায়ানকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হয়েছে। এটিকে বাইহাকী “আশশুয়াব” গ্রন্থে এ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেনঃ তিনি এটিকে ইবনু শিহাব হতে বর্ণনাকারী এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনু সামায়ানের নাম নেননি। অতঃপর বলেছেনঃ এটি মুনকার। সম্ভবত বিপদ ঘটেছে এই ব্যক্তি হতে যার নাম নেয়া হয়নি।

আমি (আলবানী) এর আরেকটি সূত্র পেয়েছিঃ ত্বারানী "আলমুজামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৯৩/১) বলেনঃ আবু আকীল আনাস ইবনু সালামাহ্ খাওলানী হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু রাজা সিখতিয়ানী হতে বর্ণনা করেছেন ...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) পর্যন্ত মারফু হিসেবে পৌছিয়েছেন এবং কোন মন্তব্য না করে চুপ থেকেছেন যা ভালো নয়। কারণ এ আবু আকীলকে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেননি। আর মুহাম্মাদ ইবনু রাজা হচ্ছেন মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

হাফিয যাহাবী বলেনঃ আব্দুর রহমান ইবনু আবিয যিনাদ হতে মুয়াবিয়্যাহ (রাঃ)-এর ফাযীলাত বর্ণনা করে মুহাম্মাদ ইবনু রাজা বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন। তাকে এ হাদীস জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার তার এ বক্তব্যকে “আল-লিসান” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। তিনিই এ সূত্রের সমস্যা। তার দ্বারা শাহেদ গ্রহণ করা যায় না এবং তার মত ব্যক্তির বর্ণনার দ্বারা হাদীসটি জাল হওয়ার গণ্ডি থেকে বের হতে পারে না, যে হাদীসকে ইবনুল জাওযী, যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী বানোয়াট আখ্যা দিয়েছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72270

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন